

ভ্রমণে একটা বিলাসি স্বপ্ন ছোট বেলা থেকেই আমি দেখে আসছিলাম। এ বিলাসিতা অতি সংগোপনে আমার অজান্তেই অন্তরের মাঝে বড় হচ্ছিল এবং এক সময়ে তার পাখার পালক পরিপূর্ণতায় ভরে কখন যে, উড়ালের মত হয়ে ওৎ পেতে ছিল তা বুঝতে পারিনি। স্বপ্ন আমার বিলাস। সেই ছোট কালে সন্ধ্যা বেলায় মায়ের কাছে সাত সাগর আর তেপান্তরের পাড়ে রাজরানী, রাজকন্যা ও রাজপুত্রের কথা শুনতে শুনতে সেই স্বপ্নের দেশ দেখার বাসনায় ভ্রমণ বিলাসি হয়ে পড়েছিলাম। তাই এখনও রাতের গভীরে যখন সবকিছু থেমে যায়, একা একা চাঁদ যখন রাত পাহারা দেয়, বাতাসের সাথে গোপনে আমি একা দাড়াই জানালার পাশে, জেগে থাকা হাস্তা হেনার গন্ধ নেই, ঘুম ভুলে স্বপ্নের সাথে জেগে উঠি। কল্পনায় বিলাসি খোরাক আবার শুরু করে শূন্যে ভ্রমণ বিচরন। চলে যাই এক মুল্লুক ছেড়ে অন্য কোন মুল্লুকে, মহাস্রষ্টার সৃষ্টি দেখার আকুল বাসনায়।

জাইকা(JICA) এর একটি বৃত্তি নিয়ে থাইল্যান্ড আমার প্রথম বিদেশে ভ্রমণ। থাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারে প্রথম পদক্ষেপেই সোয়াদি কা(Sawatdee ka) বলে মৃদু হাসিতে এয়ার হোস্টেজের কোমল সুরেলা অভিবাদন কোন দিন ভুলবার নয়। থাইল্যান্ড এর নতুন আকাশ, নতুন মাটি দেখব এবং মনে পুষে রাখা এত দিনের স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে, এসব ভেবে নিজের ভিতর একটা শিহরন অনুভব করছিলাম। আকাশ ভ্রমণে আমি বিলাসি স্বপ্নে আছন্ন হচ্ছিলাম, অপেক্ষার মধুরতায় পুলকিত বোধ

করছিলাম। ঐ দিন ব্যাংককে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলা দেখলাম এখানেও বাংলাদেশের মত একই আকাশ, একই মাটি এবং সেই পুরনো বাতাস। তবে কেমন যেন পর পর। থাইল্যান্ডে আমি দক্ষিণে পাতাইয়া থেকে উত্তরে চিয়াংমাই-চিয়াংরাই ঘুরেছি কিন্তু প্রথম দিন এখানকার মাটি আমার কাছে যে পর হয়ে গিয়েছিল, সে মাটিকে আর আপন করে নিতে পারি নাই। আমার দেশের মাটির মত এ মাটিতে সেই সুখকর সুবাস নেই। মাটিতে মাথা ঠেঁকাতে বিশ্বস্ততা নাই। তাই তো ব্যাংককে আমার পুরো অবস্থানের সময়ে একা একা একটা গানই গাইতাম -আমার ও দেশের মাটির গন্ধে ভরে উঠে মন প্রাণ—। ব্যাংককে ফোর স্টার হোটেলে ছিলাম, কিং মংকুট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন ক্লাশ করতাম, সপ্তাহে একদিন সাড়া শহরে বিভিন্ন স্থাপনা দর্শন, সাইট সিয়িং এর ব্যাবস্থা, সুন্দর সুন্দর সপে মার্কেটিং এর সুব্যবস্থা, এখানে নাইট ক্লাব, তবুও থাইল্যান্ড আমার ভালো লাগেনি। দেশে ফিরে আসার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পরছিলাম, আমার প্রাণ সবসময়ে একটা চাপা কান্নায় ভরে থাকতো। তবে থাইল্যান্ডে আমার অভিজ্ঞতার বুলিতেও কম আসেনি। এই প্রথম আমি থাইল্যান্ড, ভুটান, ব্রুনাই, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, ফিলিপিন, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভানুয়াটু এর মত এগারটি দেশের ছেলেমেয়েদের সাথে পড়াশুনা ও মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। একেবারে কম কথা নয়। তবে তাদের সাথে আলাপে ইন্দোনেশিয়ার আচরন ও সংস্কার আমার ভাল লেগেছিল।

ব্যাংককে র রাস্তায় চোখ পড়তেই আপনার দৃষ্টি যাবে অনেক নিসংকোচ পর্যটকদের পদাচরনে, ফুলেলা রমণীদের হাসি মাখা মুখ, নাইট ক্লাবে আলোর ঝলকানির মাঝে উল্লাসিত নাচ, অবাধ্য

সী বীচ এবং দোকান ভর্তি পশরা নিয়ে
হাস্যোজ্জ্বল সেলস গার্লদের বিক্রির আকুতি ও
কৌশল দেখে আপনি মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।
বিনয়ী পথচারী-সে ছেলে বা মেয়েই
হোক,বিদেশীদের কে তার হাস্যোমুখি
সাহায্যের আগ্রহ দেখে আপনি সত্যিই অভিভূত
হবেন।

আমি হয়ে ছিলাম। বিদেশীদের প্রতি মনে হয়
এটা তাদের একটা দেশের নীতি। ট্রেনিং শেষে
ওখানকার কতৃপক্ষ বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বলিত
একটা কাগজ আমার হাতে দেয়া হয়ে ছিল তার
উত্তর দেবার জন্য। মনে পড়ে ওখানে সর্বশেষ
প্রশ্ন ছিল -থাইল্যান্ডে সবচেয়ে কোন জিনিষটি
আমার বেশি পছন্দ হয়েছে? আমার অভিজ্ঞতার
নিংড়ানো উত্তর ছিল-এখানকার লোকদের
সুহাসি(Smile).আমি তখনো জানতাম না যে,
থাইল্যান্ড এর আরেক নাম -Land of smile.